২৬-০৫-২০১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের সকল শুদ্ধ কামনা গুলিকে পূরণ করতে। রাবণ অশুদ্ধ কামনা পূরণ করে আর বাবা পূরণ করেন শুদ্ধ কামনা।"

প্রশ্ন :- যারা বাবার শ্রীমতকে উল্লঙ্ঘন বা বিরুদ্ধাচরণ করে, অন্তিমে তাদের কি গতি হবে ?

উত্তর :- বাবার শ্রীমৎ লঙ্ঘনকারী আত্মাকে শেষ জীবনে 'রাম তোমার সঙ্গে আছে' বলতে বলতে মায়ার ভূত নিজের ঘরে নিয়ে যাবে। ফলে তাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই হবে। বাবার শ্রীমতে না চললে তার মৃত্যু অবধারিত। ধর্মরাজ পুরো হিসাবই মিটিয়ে নেয়। সেই কারণেই বাবা বাচ্চাদের সর্বদা ভাল মতই দেন, যাতে বাচ্চারা মায়ার কুমত ও কুপথ থেকে সতর্ক হতে পারে। এমন যেন না হয় যে, বাবার শ্রীমতে থেকে কোনও বিকর্ম হয়ে যায়, যার ফল স্বরূপ ১০০ গুণ শাস্তি ভোগ করতে হয়। বাবার শ্রীমতে না চলা এবং ঈশ্বরীয় পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হলো নিজেকে অভিশপ্ত ও কৃপাহীন করে তোলা।

গীত :- ওঁম্ নমঃ শিবায় .....

ওঁম্ শান্তি! ভক্তেরাও পরমপিতা পরমাত্মার উদ্দেশ্যেই মহিমা কীর্তন করে থাকে। তারা আবার এও বলে থাকে- হে ভগবান, হে শিববাবা,--কিন্তু কারা বলে একথা ? আত্মা তার নিজের বাবা পরমাত্মাকেই স্মরণ করে। আত্মারা জানে যে, যেমন আমাদের লৌকিক পিতা আছে, তেমনি শিববাবা হলেন আমাদের পারলৌকিক পিতা। উঁনি অবতার হয়ে কল্পে একবার এই ভারতেই আসেন। জগতের মানুষেরাই তো তা গেয়ে থাকে, "হে পতিত-পাবন এসো, আমাদের মতন ভ্রষ্টাচারী পতিতদের শ্রেষ্ঠাচারী পাবন বানানোর জন্য। কিন্তু বাস্তবে তারাই আবার নিজেদেরকে পতিত ভ্রষ্টাচারী ভাবতে চায় না। অবশ্য সবাই এক ধরনের হয় না। প্রত্যেকেরই পদ ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেকের কর্ম-কর্তব্যের ধরণও ভিন্ন ভিন্ন, অথচ অনন্য। কারও সাথে কারও কাজের মিলও খুঁজে পাবে না। বাবা বসে সেটাই আমাদের বোঝান যে, বাবাকে তোমরা সঠিক ভাবে না জানার কারণে এখন এমন অনাথ ও পতিত হয়ে গেছো। তারা পরমাত্মার উদ্দেশ্যেই বলেও থাকে, 'পতিত পাবন সকলের সদ্গতি দাতা এক ও একমাত্র আপনি।' তা হলে গীতা বা গঙ্গা পতিত-পাবনী হয় কিভাবে ? তোমাদেরকে এমন অবুঝ বানিয়েছে কে ? --পাঁচ বিকার রূপী রাবণ এমন বানিয়েছে। সকল আত্মাই এখন এই রাবণ রাজ্যে অথবা শোক-বাটিকায়। কিন্তু, যিনি সকলের হেড (জ্যেষ্ঠ) তার তো অনেক চিন্তা থাকবেই। যেহেতু সকল আত্মাই এখন দুঃখী হওয়ার কারণে বাবাকে আহ্বান করে বলছে, "বাবা এসো, আমাদেরকে স্বর্গে নিয়ে চলো এবং আমাদেরকে সদার জন্য নিরোগী, দীর্ঘায়ু, শান্তি-সম্পন্ন, ধনবান বানাও। কেন না একমাত্র এই বাবাই হলেন সুখ-শান্তির সাগর। কোনও মানুষের তো আর এই ধরণের মহিমা হওয়া সম্ভব নয়। যদিও জগতের মানুষেরা পতিত হয়েও, নিজেদেরকে শিবোহম্ (আমিও শিব) এমনটাও বলে থাকে। তাই বাবা বাচ্চাদের বোঝান, তোমরা বাবাকে সর্বব্যাপীও বলে থাকো, এটাও সম্পূর্ণ ভুল কথা। এর ফলে ভক্তিও যথার্থরূপে হয় না কারণ সেক্ষেত্রে ভক্তরা অনেক ভগবানকেই স্মরণ করে। কিন্তু, ভগবান তো কেবল একজনই, অথচ ভক্তেরা অনেক। যখন তোমরা ভগবানকে নুড়ি-পাথরের মধ্যেও আছে মনে করো, তাতে তো নিজেরাই পাথর বুদ্ধির হয়ে যাও। তাই তো আমাকে আসতে হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা পবিত্র-পাবন দুনিয়ার স্থাপনা

করাবার জন্য। তোমরা কত অনেক সংখ্যায় ব্রাহ্মণ বাচ্চারা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দত্তক সন্তান। এখনও যা ক্রমেই বৃদ্ধি হয়ে চলেছে। যারা এখন ব্রাহ্মণ হবে, তারাই ক্রমে দেবতা হবে। তোমরাই পূর্বে শূদ্র ছিলে। এখন ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ (বি কে) হয়েছো এবং তারপর দেবতা ও ক্ষত্রিয় হবে। এই চক্র এভাবেই আবর্তিত হতে থাকে। যা একমাত্র বাবাই তা বোঝাতে পারেন। এই জগৎ হলো মনুষ্য সৃষ্টির জগৎ আর সূক্ষ্মবতনে থাকে ফরিস্তারা। সেখানে কোনও কল্পবৃক্ষের ঝাড় নেই। এই মনুষ্যরূপী সৃষ্টির ঝাড় কেবল এই দুনিয়ায় বর্তমান। তাই তো বাবা স্বয়ং এসে এই জ্ঞান অমৃতের কলস মায়েদের মাথার উপর রাখেন। যা বাস্তবে কোনো অমৃত নয়, তা হলো জ্ঞান-অমৃত, অর্থাৎ জ্ঞান। বাবা স্বয়ং এসে আমাদের সহজ রাজযোগের শিক্ষা দেন। বাবা বলেন, "আমি নিরাকার, এবং সর্বোত্তম মানুষের শরীরেই প্রবেশ করি। তিনি নিজেই নিজের সম্বন্ধে বলেন, "যেহেতু আমি ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করি, তাকে তো তবে অবশ্যই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের হতে হবে।" ব্রহ্মাকেও তো এখানেই প্রয়োজন। যদিও তিনি সুক্ষ্মবতনবাসী অব্যক্ত ব্রহ্মা। তাই আমি এই ব্যক্ত ব্রহ্মার শরীরেই প্রবেশ করি, ব্রহ্মাকে ফরিস্তা বানানোর জন্য। পরবর্তী কালে তোমরাও ফরিস্তা স্বরূপ হয়ে যাবে। তোমাদের অর্থাৎ সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকেই এখানে পবিত্র হতে হবে। তবেই এরপর পবিত্র দুনিয়াতে গিয়েই জন্মগ্রহণ করবে। তোমরা কখনও কোনও প্রকারের হিংসা করবে না। কাম-বসনার লড়াই ঝগড়া করা হলো সবচেয়ে মারাত্মক হিংসা। যার কারণে মানুষ আদি, মধ্য, অন্তে কেবল দুঃখই পেয়ে থাকে। দ্বাপর থেকে কামাগ্নির লড়াই ঝগড়া চলে আসছে আর তখন থেকেই মানুষের পতন শুরু হয়েছে। যেহেতু দ্বাপর থেকে মানুষের কাছে কেবল ভক্তির জ্ঞানই থাকে। তারা কেবল বেদ-শাস্ত্র পড়ে আর ভক্তি করে। যদিও তারা জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের গুণ-কীর্তনও করে । ভক্তির পর বাবা সমগ্র দুনিয়াবাসীকে বৈরাগ্যের দিশা দেখান। যেহেতু এর কিছু পরেই এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হয়। এই কারণেই বাবা বলছেন, "দেহ সহিত দেহ সম্বন্ধীয় সব সম্পর্ককে ত্যাগ করো আর তা ভুলে থাকো। একমাত্র আমার সাথেই বুদ্ধির যোগ লাগাও। এমন অভ্যাস করতে হবে, যাতে শেষ সময়ে কারওকেই যেন স্মরণে না আসে। এই ভাবেই পুরানো দুনিয়াকে ত্যাগ করার অভ্যাস সম্ভব। বেহদের সন্ন্যাস একমাত্র বেহদের বাবাই করাতে পারেন। পুনঃর্জন্ম তো সবাইকেই নিতে হয়, তা না হলে এত বুদ্ধি তাদের হয় কিভাবে। হদের সন্ন্যাসীদের মাধ্যমেই পবিত্রতার বল এই ভারতবাসীরাই পায়। ভারতের মতন এত পবিত্র স্থান আর কোথাও নেই। যেহেতু এটা বাবারও জন্মস্থান। যদিও জগতের মানুষেরা তা জানেই না যে, কিভাবে বাবা অবতার হিসাবে অবতারিত হন! আর কি বা করেন! এসব, কিছুই জানে না তারা। যদিও তারা একথাও বলে থাকে, ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত। দিনের অর্থ স্বর্গ এবং রাত অর্থাৎ নরক। তারা তো এটাও জানে না যে, ব্রহ্মার রাত মানে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরও রাত। আর ব্রহ্মার দিন মানে ব্রাহ্মনদেরই দিন অর্থাৎ আলোর প্রকাশ। রাবণ রাজ্যে থাকতে থাকতে সব আত্মারই গুণ ও শক্তিগুলি শেষ হয়ে যাওয়ায় চরম দুর্গতির শিকার হয়েছে। কিন্তু, এখন আবার বাচ্চারা তোমরা বাবার দ্বারা সদ্গতি প্রাপ্ত করছো যেহেতু তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সন্তান। তোমরা হলে পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান ব্রহ্মার দত্তক সন্তান, তা হলে তো তোমরা শিববাবার পৌত্র (নাতি) হলে - তাই না! শিববাবার সন্তান ব্রহ্মা যেমন এই জ্ঞান শুনতে থাকেন, তোমরা পৌত্র-পুত্রীরাও তেমনি বাবার এই জ্ঞান শুনতে থাকো। আগামীতে এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। স্বয়ং শিববাবা এসেই এই রাজযোগ শেখান। জগতের সন্ন্যাসীদের কর্ম-কর্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এবং তোমাদের তথা প্রকৃত সনাতন দেবী-দেবতাদের কর্ম-কর্তব্যও ভিন্ন প্রকৃতির। সেখানে (স্বর্গে) দেবী-দেবতারা দীর্ঘায়ু হয় এবং অকালে মৃত্যুও হয় না। যেহেতু সেখানে দেবী-দেবতারা আত্ম-অভিমানী হয়ে থাকে। তখন তারা পরমাত্মা

অভিমানীও হয় না। আবার মায়ার-রাজ্যে প্রবেশের প্রবেশের কারণে দেহ অভিমানী হতে শুরু কর। বর্তমানের এই সময়ে তোমরা যেমন আত্ম-অভিমানী, তার সাথে সাথে তোমরা তেমনি পরমাত্ম অভিমানীও। এখন তো তোমরা জেনেছো, তোমরা পরমাত্মারই সন্তান, ওঁনার গুনাবলী ও কর্ম-কর্তব্যকেও সম্বন্ধেও তোমরা জানতে পেরেছো। এটাই হলো শুদ্ধ অভিমান আর নিজেকে শিবোহম্ বা পরমাত্মা বলার অর্থই হলো অশুদ্ধ অভিমান। পরমাত্মার মাধ্যমেই তোমরা এখন নিজেকে এবং পরমাত্মাকেও জানতে সক্ষম হয়েছো। তোমরা জানো যে, প্রতি কল্পেই পরমপিতা পরমাত্মা এই ধরায় আবির্ভূত হন। ভক্তিমার্গেও তিনিই স্বল্প কালের সুখ দিয়ে থাকেন। কিন্তু, চিত্রাদি এসব তো জড় পদার্থ। তবুও মনোকামনা পূরণ করার জন্য তোমরা যে উদ্দেশ্যে পূজা-অর্চণা ইত্যাদি করে থাকো, তোমাদের সেই শুদ্ধ কামনাগুলি আমিই পূরণ করে থাকি। আর অশুদ্ধ কামনা পূরণ করে রাবণ।অনেকেই রিদ্ধি-সিদ্ধি (হঠ যোগ, তন্ত্র-মন্ত্র) ইত্যাদিও শিখে থাকে। যা রাবণের মত। তাই বাবা বলেন, আমি তো কেবল সুখদাতা - আমি কাউকেই দুঃখ দেই না। যদিও জগতের মানুষ আমার উপর কলঙ্ক দিয়ে বলে, 'দুঃখ-সুখ সবই ঈশ্বরের দান'। "যদি এমনটাই ভাবো, তা হলে তবে আমাকে আহ্বান করে বলই বা কেন, 'পরমাত্মা দয়া করো, ক্ষমা করো, ইত্যাদি।" যেহেতু তারা জানে, ধর্মরাজের কাছে তাদেরকে আরও অনেক বেশী কঠিন শাস্তি পেতে হয়।

বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে, ভক্তিমার্গের এইসব পুঁথি-শাস্ত্রে কোনও সার-বস্তু নেই। তাই তোমাদের এখন ভক্তি আর ভাল লাগে না। আবার এমনও বল না 'হে ভগবান'। সব আত্মাই কিন্তু মনে মনে এই বাবাকেই স্মরণ করে। এটাই হলো নিঃশব্দ প্রার্থনা। আত্মার সাথে নিরাকার পরমাত্মা বাবা যে কথা বলেন, আত্মা তা শুনতেও পায়। তবুও যদি তারা বলে পরমাত্মা সর্বব্যাপী, তবে তো সবাই পরমাত্মা হয়ে যাবে - তাই না! তাই সেক্ষেত্রে বাবা বলেন, জগতের মানুষ কতো পাথর বুদ্ধির বুদ্ধিহীন হয়ে গেছে। তারা তো সবসময় ভীত থাকে এই ভেবে যে, গুরু তাদেরকে অভিশাপ না দিয়ে দেয়! কিন্তু এই বাবা তো বাচ্চাদের সুখদাতা। বাবা বাচ্চাদের কখনো অভিশাপ দেন না বা কখনো তাদের প্রতি ক্ষমাহীনও হন না। বাচ্চারা বাবার শ্রীমত অনুসারে না চললে, ঈশ্বরীয় পড়া না পড়লে, নিজেরাই নিজেদের উপর কৃপাহীন হয়ে পড়ে। বাবা আবার বাচ্চাদেরকে বলেন, সর্বদাই কেবল এই এক ও একমাত্র (বাবাকেই) আমাকেই স্মরণ করো। সত্যযুগ আর ত্রেতাতে ভক্তির কোনও ব্যাপার থাকে না। কিন্তু কলিযুগ রাত হওয়ার কারণে ভক্তিতে সাধারণ মানুষেরা এদিক-ওদিক ধাক্কা খেতেই থাকে, তাই তো তারা তখন মনে করে, সদগুরু ব্যতীত জীবন অন্ধকাররময়। এমন সময় সদগুরু অর্থাৎ পরমাত্মা স্বয়ং এসে সমগ্র সৃষ্টি-চক্রের গোপন রহস্য বুঝিয়ে বলেন, "যেখানে তোমরা প্রথমে দেবতা ছিলে, তারপর ক্ষত্রিয় হয়ে, ধীরে ধীরে বৈশ্য ও শূদ্রে পরিনত হয়েছ এখন। এই ভাবেই তোমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছ। সত্যযুগে ৮ বার পুণঃজন্ম, ত্রেতাতে ১২ বার এবং বাকি ৬৩ জন্ম দ্বাপর আর কলিযুগে হয়ে থাকে। তোমরা ব্রাহ্মণেরা এইভাবেই চক্রে আবর্তিত হয়ে আছো। সাধারণ মানুষেরা এসব কথা তো জানেই না। এই ভারতভূমীই একদা সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিল, তখন আর কোন খন্ড রাজ্য ছিল না। যখন থেকে মিথ্যার খন্ড রাজ্য শুরু হয়েছে, তখন থেকে আরও বেশী বেশী করে সবকিছুই খন্ড-খন্ড হতে শুরু হয়েছে। দ্যাখো, তাই তো এখন কতই না লড়াই-ঝগড়া হচ্ছে। ফলে এই দুনিয়াটাই এখন পিতৃহীন অনাথের দুনিয়াতে পরিণত হয়েছে। যেহেতু তারা নিজের বাবা পরমাত্মাকেই জানে না। কিন্তু ওদিকে আবার ঈশ্বরকে স্মরণ করে কাঁদতেও থাকে। বাবা বলেন, "কল্পে আমি একবারই আসি, পতিত দুনিয়াকে পবিত্র-পাবন বানাবার জন্য। জগতের মানুষ বাপু তথা গান্ধীজীর সম্বন্ধে ভাবতো যে

তিনিই রামরাজ্যের স্থাপনা করবেন এবং যে কারণে সবাই বাপুকে (গান্ধীজী) অনেক অর্থও সংগ্রহ করে দিত। যদিও গান্ধীজী কখনও সেই অর্থ ব্যক্তিগত কার্য্যে ব্যবহার করেননি, রামরাজ্যের স্থাপনা কিন্তু হয়নি! এ কাজ তো একমাত্র শিববাবার। তিনিই হলেন প্রকৃত দাতা। তিনি (পরমাত্মা) সবাইকে বোঝান যে, বিনাশ তো অবসম্ভাবি, তাই তোমার অর্থকে সঠিক কার্য্যে দিয়ে নিজেকে সফল কর। ঈশ্বরীয় সেন্টার ইত্যাদি খোলো। সেখানে বোর্ড লাগাও, "এখানে এসে একমাএ সর্বশক্তিমান পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবার কাছ থেকে এক সেকেন্ডের মধ্যে বাবার আশীর্বাদী বর্সার প্রাপ্তিলাভ কর। বাবা বলেন, "একমাএ আমাকে স্মরণ করলেই তোমারা পবিত্র-পাবন আত্মা হতে পারবে।" তোমাদের বুদ্ধিতে এই সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ব্রাহ্মণেরাই যজ্ঞের রক্ষক। এটা রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, কৃষ্ণের যজ্ঞ নয়। সত্যযুগে তো কোনও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় না, যা হয় এখানে- তা জ্ঞান যজ্ঞ। বাকি যে সব যজ্ঞ আছে সেগুলি ভক্তির যজ্ঞ। তবুও যজ্ঞের জন্য নানা ধরনের শাস্ত্র রচিত হয়েছে। তারা সবকিছুকে জগা-খিঁচুরীর আচার বানিয়ে ফেলেছে। তাকে তো আর জ্ঞান যজ্ঞ বলা যায় না। বাবা বলেন, আমার দ্বারাই সেই জ্ঞান যজ্ঞ রচিত হয়েছে। যারা আমার শ্রীমতে চলবে, তারা অনেক বড় পুরস্কার পাবে যার ফলে তারা বিশ্বের বাদশাহী হওয়ার সুযোগ লাভ করবে। বাচ্চারা, আমিই তোমাদের মুক্তি তথা জীবন মুক্তি দেই। বাবা বলেন, জগতের মানুষেরা বলে, সকল মানুষের জন্যই ৮৪ লক্ষ যোনিতে যেতে হয় আর নুড়ি পাথরের প্রতি কণার মধ্যেও আমার উপস্থিতি। তথাপিও আমি পরোপকারী এবং সেবাধারী। আমি বুঝি, তোমরা রাবণের মতে চলতে থাকায় আমাকে কতই না গালমন্দ করো। আর এ সবই হয়ে থাকে, যেহেতু পূর্ব থেকেই তা ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে। তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপই এখন কেবল আমার শ্রীমৎ মেনেই চলতে হবে। একমাত্র এই বাবাই সর্বদা এত ভালো মত দেন। মায়া সর্বদাই কুমত দেবে, তাই খুব সতর্কও থাকতে হবে। আমার বাচ্চা হবার পর যদি কেউ আমার শ্রীমতে না চলে, কোন বিকর্ম করে, তবে তাদের সাজাও শতগুণ বেড়ে যায়। একমাত্র যোগবলের দ্বারাই শারীর আবার পবিত্র-পাবন হতে পারে। জগতের সন্ন্যাসীরা তো এও বলেন আত্মা নির্লেপ, এবং শরীর পতিত হাওয়ার কারণে গঙ্গা স্নানও করায়। আরে, আত্মা রুপ সোনা যদি খাঁটি না হয়, তা হলে দেহ রুপ গহনা খাঁটি সোনার হবেই বা কি ভাবে ? বর্তমান সময়ে তো পাঁচ তত্বই তমোপ্রধান। তোমাদের এই পবিএ স্বরুপ ঈশ্বরীয় সরকার সর্ব্বোচ্চ মানের। কিন্তু দেখো, তোমরা সেবা করার জন্য তিন-পদ জমিও পাও না এই পৃথিবীতে। তবুও আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়ে থাকি এবং এমন ভাবে বিশ্বের বাদশাহী দিয়ে থাকি যে, সেখানে কেউ কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে না। তোমরা আকাশ থেকে সাগর ইত্যাদি সবকিছুরই মালিকে পরিণত হও। যেখানে সবকিছুই অফুরন্ত। কিন্তু এখন তো তোমরা সর্বহারা সম্পূর্ণ কাঙাল হয়ে পড়েছ। অবশ্য আবার তোমরা বিশ্বের মালিক হতে চলেছো, তাই বাবার শ্রীমতে অবশ্যই চলতে হবে। যে বাবার শ্রীমৎ অনুসরণ করে চলবে না, তার মৃত্যু অবধারিত। তখন মায়ার ভূত "রাম রাম সঙ্গে আছে" বলতে বলতে, মায়া তার নিজের ঘরে নিয়ে যাবে। সেখানে বড় কঠিন সাজাও ভুগতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবা ওনার রুহানী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ভালোবেসে যজ্ঞের সেবা করতে হবে। প্রতি পদক্ষেপই বাবার শ্রীমতকে অনুসরণ করে, বাবার থেকে, ইচ্ছানুসারে ফল প্রাপ্তি করো অর্থাৎ বিশ্বের বাদশাহী নাও।

২) বিনাশ তো অবসম্ভাবি, তাই নিজের যা কিছু আছে, তা সবই সফল করে নিতে হবে। যদি তেমন পয়সা-কড়ি থাকে, সেন্টার খুলে অনেকের কল্যাণের নিমিত্ত হতে হবে।

বরদান :- পারমাত্মীক প্রেমে থেকে ধরণীর আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে উড়তে পারা আত্মা হয়ে মায়াপ্রুফ হও।

পারমাত্মীক প্রেম হল, ধরণীর আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়া এক উন্নত স্তরের সাধন। যারা ধরণী অর্থাৎ দেহ-অভিমানের আকর্ষণ থেকে মুক্ত থাকে, মায়া কখনই তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষিত করাতে পারে না। যত আকর্ষিত রূপই হোক না কেন, মায়ার আকর্ষণ তোমাদের উড়তী কলার কাছে পৌঁছতে পারবে না। যেমন রকেট ধরণীর আকর্ষণ থেকে দূরে চলে যায়। তোমরাও সেরূপ মায়ার আকর্ষণ থেকে দূরে সরে থাকো, এই বিধিই হলো মায়ামুক্ত হওয়া আর এক বাবার ভালোবাসায় সমাহিত হয়ে থাকা। এইভাবেই তোমরা মায়াপ্রুফ হতে পারবে।

স্লোগান :- স্ব-স্হিতিকে এমন শক্তিশালী বানাও যাতে কোনও পরিস্থিতিই তোমাকে উপর-নীচ করাতে না পারে।